বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ
বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১

রামগড় স্থলবন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অতিরিক্ত উন্নয়ন কাজ)

স্থানঃ মৌজা - রামগড়, জে এল নং - ২২৯, উপ-জেলা - রামগড়, জেলা - খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

আর্থিক সহযোগিতায়ঃ বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন

জানুয়ারী, ২০২৪

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

১. **ভূমিকাঃ** রামগড় স্থলবন্দরের ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণ করতে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত আরো ১০.১৪ একর জমি অধিগ্রহণ করার পরিকল্পনা গ্রহন করে। এই প্রসঙ্গে প্রকল্প সম্পর্কিত ঝুঁকি ও প্রভাব এবং তাদের প্রশমন ব্যবস্থা একত্রীভূত করে উহার ক্ষতিপূরণের পরিমাপ নির্ধারণ করতে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যা মূল প্রকল্পের জন্য প্রস্তুতকৃত বিদ্যমান থাকা পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মান সম্পন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রস্তুত করা এবং ইহা অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে প্রকাশ করা হবে।

২. **নীতি, আইনি প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রক কাঠামোঃ** ইসিআর ২০২৩ অনুসারে প্রকল্প কতৃপক্ষ ইতোমধ্যে প্রকল্পটি 'কমলা' শেনী হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে নিয়ম অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্র পেয়েছে এবং প্রতিবছর পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্ধারিত ফি প্রদান করে নবায়ন করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে, পরিবেশ মূল্যায়ন (ওপি/বিপি ৪.০১) (Environmental Assessment OP/BP 4.01) এবং জমি অধিগ্রহণের জন্য (ওপি/বিপি ৪.১২) Involuntary Resettlement OP/BP 4.12 অনৈচ্ছিক নিস্পত্তি (ক্ষতিপূরণ যোগ্য) নীতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। প্রকল্প এলাকার মধ্যে কিছু আদিবাসী বসবাস করে আসছে, তারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এক্ষেত্রে আদিবাসীদের জন্য প্রণীত সামাজিক সুরক্ষা নীতি (ওপি/বিপি ৪.১০) OP/BP 4.10 প্রযোজ্য হবে। ইহা ছাড়াও শ্রমিকদের অন্তঃ প্রবাহ নির্দেশিকা ২০১৬ এই প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩. **প্রকল্পের বর্ণনাঃ** প্রস্তাবিত রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়নের সংশোধিত মাস্টার প্লান অনুযায়ী প্রস্তাবিত অতিরিক্ত জমিতে যথেষ্ঠ খোলা জায়গার সুবিধাসহ আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবন, ওয়ারহাউস, পর্যটক ও সরকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য বিশ্রামাগারের সুবিধা, বাংলাদেশী রপ্তানি ও খালি ট্রাকের জন্য পার্কিং এলাকা, ভারতীয় খালি ট্রাকের জন্য পার্কিং এলাকা, নিরাপত্তা রক্ষীদের জন্য অফিস, চিকিৎসা কেন্দ্র, বিদ্যমান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুনর্গঠণ, ডর্মিটরি ভবন, বন্দর প্রশাসনিক ভবন, চলাচলের জন্য প্রশস্ত রাস্তা এবং পর্যাপ্ত সবুজ চত্তর নির্মাণ করা হবে। সেই সাথে সেবা প্রদানকারী এলাকার সম্প্রসারণ সমুহ নির্মাণ করা হবে। উপরে বর্ণিত স্থাপনা সমুহ নির্মাণ করার জন্য সদ্য নির্মিত ইমিগ্রেশন ভবনের প্রান্ত থেকে বিদ্যমান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত অতিরিক্ত আরো ১০.১৪ একর জমি অধিগ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত ১০.১৪ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য আলাদাভাবে পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যাহা অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরুর আগেই বাস্তবায়ন করা হবে। অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমিতে বিভিন্ন ধরণের জমির ব্যবহারসহ নানারকম আবাসিক স্থাপনা, বাড়ীর আঙ্গিনায় বাগান করা এবং কিছু জমিতে কৃষিকাজ ও শাকসবজির আবাদ করা হয়। প্রচলিত সরকারী বিধি অনযায়ী প্রস্তাবিত জমিতে বিদ্যমান আবাসিক স্থাপনা, গাছ ও অন্যান্য স্থাপনা সমুহের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। প্রস্তাবিত জমিতে কিছু বিভিন্ন ধরণের ও আকারের গাছ আছে। কিছু কিছু গাছের গোড়ায় সুরক্ষার ব্যবস্থা করে সংরক্ষিত করা যেতে পারে, কিছু কিছু চাড়া গাছ সংশোধিত মাস্টার প্লান অনুযায়ী পুনরায় রোপণ করা যেতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু কিছু গাছ অপসারণ করা হতে পারে। সরকারী বিধি অনুসরণ করে প্রযোজ্য সবধরণের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

৪. **পরিবেশগত ও সামাজিক বেসলাইনঃ** প্রকল্প এলাকার বৈশিষ্ট উচ্চ জমি শ্রেনীর এবং সাধারনত পানিতে প্লাবিত হয় না। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রকল্প এলাকার উচ্চতা প্রায় ১৯.৫০ মিটার। ফেনী নদী প্রকল্প এলাকার একান্ত সন্নিকটে অবস্থিত। বাংলাদেশ জাতীয় দালান আইন ২০২০ অনুসারে, প্রকল্প এলাকাটি ভুমিকম্প তীব্রতা এলাকা-৩ এর অন্তর্গত যাহা তীব্র ভুমিকম্প এলাকা হিসেবে ধরা হয় এবং যার প্রাথমিক তীব্রতা সহগ ০.২৮ জি. প্রকল্প এলাকাটি দক্ষিণ-পূর্বীয় জলবায়ু এলাকার মধ্যে পড়ে। প্রকল্প এলাকাটি কোন বাস্তুসংকটাপন্ন এলাকার মধ্যে অবস্থিত নয়। প্রকল্প এলাকার মৃত্তিকা ও ভূমি প্রকৃতি বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্ব পাহাড়ী এলাকার মতোই। প্রকল্প এলাকার মধ্যে ও বাহিরে বসবাসের জন্য জমির ধরণ কৃষি বা অকৃষি জমি দ্বারা বেষ্ঠিত। প্রকল্প এলাকার পাশে অবস্থিত ফেনী নদীর পাড় সংরক্ষণ বাধ নির্মাণ করা হবে এবং

কোন বর্জ্য পদার্থ নদীতে ফেলা হবে না তাই নদীর উপর কোন ক্ষতিকারক প্রভাব পড়বে না। প্রকল্প এলাকার মধ্যে বা এর বাইরে ১.০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের এলাকার মধ্যে কোন বনাঞ্চল নেই। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রকৃতি সংরক্ষণ তালিকা অনুযায়ী প্রকল্প এলাকার আশেপাশে প্রাপ্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ কুলের অবস্থান ন্যুনতম। প্রকল্পের কর্মকান্ড আশেপাশের জীববৈচিত্রের উপর কোন বিরুপ প্রভাব ফেলবে না কারণ নির্মাণ কর্মকান্ডের ফলে সৃষ্ট প্রভাব গুলো নিরুপনের জন্য ইএমপিতে বর্ণিত পর্যাপ্ত উপশমন ব্যবস্থার নির্দেশনা বর্ণনা করা আছে। প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী দল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মাঝে একটি পারিবারিক সমীক্ষা জরিপ করেছে। জমি অধিগ্রহণের ফলে ৫২ টি পরিবার ও ৫ টি ছোটখাটো বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে যাহার মধ্যে ২৫৬ জন ব্যক্তি বসবাস বা ব্যবহার করে। তাহাদের মধ্যে ১৩৫ জন পুরুষ ও ১২১ জন নারী সদস্য আছে। ৫২ টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ২৬ টি আদিবাসী এবং ২৬ টি বাঙ্গালী পরিবার। আদিবাসী পরিবারের মধ্যে ২৪ টি পরিবার মারমা সম্প্রদায়ের বাকীদের মধ্যে ত্রিপুরা ও হিন্দু পরিবারের অন্তর্গত।

৫. **সম্ভাব্য পরিবেশগত সামাজিক প্রভাব সনাক্তকরণঃ** অতিরিক্ত নির্মাণ কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে আশেপাশের জমির উপর সৃষ্ঠ প্রভাব, শব্দের তীব্রতার মান বৃদ্ধি, বায়ুমানের পরিবর্তন ও আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। ইহা ছাড়াও পানির ব্যবহার, পানির গুনগত মান এবং আশেপাশে অবস্থিত প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর সামান্যই প্রভাব পড়বে। নির্মাণ কালীন সময়ে পরিবেশের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যক্রমের মধ্যে ভূমি ভরাট বা উন্নয়ন; ভূমি খনন ও ভরাট; ভরাটের জন্য বালু বা মাটি ও বর্জ্য পদার্থের পরিবহণ; পাইলিং, কর্তন এবং ছিদ্রকরণ, ঢালাই কার্যক্রম; ইস্পাত নির্মিত অবকাঠামো নির্মাণ; আভ্যন্তরীন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ; রঙীন ও মসৃন করা; অপ্রয়োজনীয় জিনিষ পরিস্কার করা; প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ; ভূমির সোন্দর্য্য বর্ধণ ও বনায়ন উল্লেখযোগ্য। রামগড় স্থল বন্দরের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে সৃষ্ট পরিবেশের উপর প্রভাব ও প্রকৃতি সনাক্ত করা হয়েছে। পরিবেশগত প্রভাব সনাক্তকরণ ও নিরসণের উপায় নির্ধারণের জন্য রামগড় স্থল বন্দরের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুত উৎপাদন, যানবাহন চলাচল, প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা, মালামাল মজুদ ও স্থানান্তর। বিদ্যমান সরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয়টি পুনর্নির্মাণ করা হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদ চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে। বন্দরের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে সৃষ্ট প্রভাব গুলো তীব্রতা অপেক্ষাকৃত ন্যুন। প্রাপ্ত ডাটা উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে স্থল বন্দর নির্মাণ কালীন সময়ে পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদান সমূহগুলি- বায়ু দুষণ, শব্দ দুষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্যবিধি, পানি দুষণ, অতিরিক্ত শ্রমিক সমাগম, উচ্চ তাপমাত্রা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বা হ্রাস, আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, নতুন ব্যবসার সম্প্রসারণ, পারিবারিক ব্যয়, সামাজিক সৌন্দর্য, এবং অবকাঠামোগত সুবিধা।

৬. **স্টেকহোল্ডার বা জনসাধারণের পরামর্শ ও উহার প্রকাশনাঃ** গত ১৫ জুন, ২০২৩ তারিখে বেলা ১১.০০ মিনিটে রামগড় স্থল বন্দরের সদ্য নির্মিত ইমিগ্রেশন ভবনে খোলামেলা মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় অতীতের জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা, প্রস্তাবিত প্রকল্প সম্পর্কে তাদের অভিমত, পুনর্বাসন বা বাসস্থান স্থানান্তর হওয়ার ব্যাপারে মতামত প্রদান, বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান সহ আলোচনা করা হয়। ইহা ছাড়াও কি ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ (KII) (৫ টি সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়), বিভিন্ন ধরণের পেশাগত/স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ গোষ্ঠীর সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (২২ জন অংশগ্রহণকারীদের সাথে ৩ টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়েছে)। সেখানে সর্বমোট ৭৫ জন ব্যক্তির সাথে আলোচনা করা হয়েছে যার মধ্যে ৬৫ জন পুরুষ ও ১০ জন নারী অংশগ্রহণ করেছিল। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত লিপিবদ্ধ করা হয়।

৭. **অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়াঃ** জমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য যৌন হয়রানিমূলক অভিযোগ গ্রহণ ও তার প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ তার বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে রামগড় স্থল বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য দুই স্তরের অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (জিআরসি) পূর্বেই চালু করেছে। মাঠ পর্যায়ের কমিটিতে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত আদিবাসীদের মধ্য একজন প্রতিনিধি ও নারীদের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি আছে।

৮. **পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও প্রতিকার ব্যবস্থা পরিকল্পনাঃ** মূল প্রতিবেদনে বর্ণনা করা পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার ভিশনকে লক্ষ্য রেখে অতিরিক্ত উন্নয়ন কাজের জন্য প্রকল্পের এই পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব প্রশমিত করা জন্য শুপারিশ মালা প্রনয়ণ করে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ব্যয়, ঠিকাদারের আচরণ বিধি, প্রকল্প এলাকায় পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত আছে। এই পর্যবেক্ষণ পক্রিয়া তিনটি পর্যায়ে বিভক্তঃ প্রাক নির্মাণ কালীন সময়, নির্মাণ কালীন সময় ও বন্দরের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে। পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যাবস্থাপনা পরিকল্পনা ও তার সম্ভাব্য ব্যয় দরপত্র দলিলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে থাকবে এবং উহা নির্মাণ ঠিকাদারের সহিত চুক্তি দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক।

৯. **উপসংহার ও সুপারিশ সমুহঃ** পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিশ্বব্যাংকের বিধি বিধাণ অনুসরণ করে এই পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সৃষ্ট কার্যকলাপের ইপর ভিত্তি করে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নির্ধারণ এবং উহার প্রতিকার ও প্রশমনের ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে, প্রকল্পের সাথে জড়িত সম্ভাব্য তবে সীমিত যে পরিবেশের প্রভাব তা কমাতে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সতর্কতার সাথে মনোযোগ দিতে হবে। প্রস্তাবিত প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থাগুলির বাস্তবায়ন বিবেচনায় রেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে প্রকল্পের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবগুলো গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকবে। জনগণের পরামর্শ এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শগুলি হালনাগাদকৃত প্রকল্প পরিকল্পনা বা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রতিবেদন (আলাদা প্রতিবেদন) প্রস্তুত করা হয়েছে যার মধ্যে সম্ভাব্য সকল সৃষ্ট প্রভাব প্রশমন ও প্রতিকার, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও প্রদান এবং পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত আছে। এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব প্রতিকার ও প্রশমনের জন্য সুপারিশ মালা বাস্তবায়ন করা হলে প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব অর্থপূর্ণ ও টেকসই হবে।